সকাল-সন্ধ্যার যিকির

ও

প্রত্যেক ফরয সালাত শেষে যা বলতে হয়

শাইখ মোস্তাফিজুর রহ্মান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

ⓒ المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، ١٤٣٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم
اذكار الصباح والمساء والأذكار بعد الصلوات./ مستفيض الرحمن حكيم عبدالعزيز.- حفر الباطن، ١٤٣٤هـ.
٢٤ ص؛ ١٤ × ٢١ سم
ردمك: ٨ – ٢١ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣- ٩٧٨
١- الادعية والاذكار أ. العنوان
ديوي ٢١٢،٩٣ ١٤٣٤/٤٦١

رقم الإيداع: ١٤٣٤/٤٦١
ردمك: ٨ – ٢١ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣- ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة
إلا لمن أراد طباعته وتوزيعه مجاناً
بعد التنسيق مع المركز

الطبعة الثانية
١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اذْكُرُوْا اللهَ ذِكْراً كَثِيْراً وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً

"হে মু'মিনগণ! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো।" (আহ্যাব : ৪১-৪২)

أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

وَالأَذْكَارُ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ

فِيْ ضَوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

সকাল-সন্ধ্যার যিকির

ও

প্রত্যেক ফরয সালাত শেষে যা বলতে হয়

সংকলন :

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনা :

শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়ঃ

مركز دعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

সকাল-সন্ধ্যার যিকির

ও

প্রত্যেক ফরয সালাত শেষে যা বলতে হয়

সংকলন :

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

লেখক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ

বাদ্‌শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পো: বক্স নং ১০০২৫ ফোন: ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্স: ০৩-৭৮৭৩৭২৫

মোবাইল: ০০৯৬৬-৫৫৭০৪৯৩৮২ ই-মেইল: Mmiangi9@gimail.com

Mrhaa_123@hotmail.com / Mrhaam_12345@yahoo.com

Mostafizur.rahman.miangi@skype.com & nimbuzz.com

www.mostafizbd.wordprees.com / mostafizmia1436@fring.com

কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

সম্পাদনা :

শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

দ্বিতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২

অভিমত

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিযুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও। সমাজে এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু পাপ থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য হওয়া উচিৎ, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন।

মহান আল্লাহ্'র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
৩০/১১/১১

أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

সকাল-সন্ধ্যার যিকির

১. আয়াতুল্ কুর্সী পাঠ করবেঃ

﴿اَللّٰهُ لَا إِلٰـهَ إِلَّا هُـوَ ج اَلْـحَيُّ الْقَيُّـوْمُ ج ه لَا تَأْخُـذُهٗ سِـنَةٌ وَّلَا نَـوْمٌ ط لَـهٗ مَـا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَـا فِي الْأَرْضِ ط مَـنْ ذَا الَّـذِيْ يَـشْفَعُ عِـنْدَهٗٓ إِلَّا بِإِذْنِـهٖ ط يَعْلَـمُ مَـا بَـيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ إِلَّا بِمَا شَاءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ج وَلَا يَؤُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (٢٥٥)﴾

"তিনি আল্লাহ্ ; তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব চিরসংরক্ষক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা কোনটাই স্পর্শ করতে পারে না। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে বিরাজমান সব কিছুই তাঁর। কে আছে এমন! যে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে তাঁর কাছে? তাদের সাক্ষাতের ও পশ্চাতের সব কিছুই তিনি জানেন। তাঁর ইচ্ছে ব্যতিরেকে তাঁর জ্ঞানের বিন্দু মাত্র ও তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কুরসী নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত। এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য কোন ক্লান্তিকর নয়। তিনি সমুন্নত সুমহান"। (বাক্বারাহ্ : ২৫৫) ('হাকিম, হাদীস ২০৬৪ ত্বাবারানী/কবীর ৫৪১)

উক্ত আয়াতটি সন্ধ্যা বেলায় পড়লে সকাল পর্যন্ত সে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তেমনিভাবে সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

২. সূরা ইখ্লাস তিনবার পাঠ করবেঃ

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ج (١) اَللّٰهُ الصَّمَدُ ج (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ لا (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ع (٤)﴾

"বলুনঃ তিনিই আল্লাহ্ ; তিনি একক অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনি ও কারোর সন্তান নন। তাঁর সমতুল্য কেউই নেই"। (ইখ্লাসঃ ১-৪)

(আবু দাউদ, হাদীস ৫০৮২ তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৫ নাসায়ী, হাদীস ৫৪২৮/৫৪৪৩)

৩. সূরা ফালাক্ব তিনবার পাঠ করবেঃ

﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ١(١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ١(٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ١(٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثٰتِ فِي الْعُقَدِ ١(٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ع(٥)﴾

"বলুনঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রভাতের প্রভুর নিকট। তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির অনিষ্টতা হতে। গ্রন্থিতে ফুৎকারকারীনি নারীর অনিষ্ট হতে। হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট হতে"। (ফালাক্বঃ ১-৫)

(আবু দাউদ, হাদীস ৫০৮২ তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৫ নাসায়ী, হাদীস ৫৪২৮)

৪. সূরা নাস্ তিনবার পাঠ করবেঃ

﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١(١) مَلِكِ النَّاسِ ١(٢) إِلٰهِ النَّاسِ ١(٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ١ الْخَنَّاسِ ١(٤) الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ١(٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ع(٦)﴾

"বলুনঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানব প্রতিপালকের নিকট। মানবাধিপতি ও মানবোপাস্যের নিকট। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জ্বিন হোক বা মানুষ"। (নাস্ঃ ১-৬)

(আবু দাউদ, হাদীস ৫০৮২ তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৫ নাসায়ী, হাদীস ৫৪২৮/৫৪৩১)

সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় উক্ত সূরা তিনটি পাঠ করলে তা পাঠকের জন্য সকল ব্যাপারেই যথেষ্ট হবে।

৫. নিম্নোক্ত দো'আগুলো পাঠ করবেঃ

[১] أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহ্'র পরিপূর্ণ উক্তিসমূহের ওয়াসীলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে"।

(মুসলিম, হাদীস ২৭০৯ তিরমিযী, হাদীস ৩৬০৪ আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৯৮ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৫১৮ ইব্নু খুযাইমাহ্/তাওহীদ, হাদীস ১৬৫)

উক্ত দো'আটি সন্ধ্যা বেলায় একবার কিংবা তিনবার পাঠ করলে কোন বস্তুই আর তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

[২] بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"আল্লাহ্'র নামে শুরু করছি। তাঁর নামে আরম্ভ হলে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের কোন বস্তু সামান্যটুকুও ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ"।

(আবু দাউদ, হাদীস ৫০৮৮ তিরমিযী, হাদীস ৩৩৮৮ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৬৯ ত্বায়ালিসী, হাদীস ৭৯)

উক্ত দো'আটি সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় নিয়মিত একবার কিংবা তিনবার পাঠ করলে কোন বস্তুই আর তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

[٣] رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِيْناً وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا

"আমি সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছি আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) কে নবী হিসেবে"।

(আহ্মাদ, হাদীস ২৩৪৯৯ ত্বাবারানী/দু'আ, হাদীস ৩০২ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৭২)

উক্ত দো'আটি কোন মোসলমান সকাল বেলায় একবার পাঠ করলে রাসূল (ﷺ) এর দায়িত্ব হবে তার হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া।

[٤] أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لله وَالْحَمْدُ لله، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

"আমরা এবং সমগ্র বিশ্বজগত আল্লাহ্'র 'ইবাদাত ও আনুগত্যের জন্যে প্রভাতে উপনীত হয়েছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ; তাঁর কোন শরীক নেই। বিশ্বজগতের কর্তৃত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। হে আমার প্রভু! আমি আপনার নিকট এ দিবস ও তৎপরবর্তী সকল মঙ্গল কামনা করছি। আর এ দিবস ও তৎপরবর্তী সকল অমঙ্গল থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার প্রভু! আমি আপনার নিকট অলসতা, জরাজীর্ণতা ও বার্ধক্যের কষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আরো আশ্রয় চাচ্ছি দোযখ ও কবরের আযাব হতে"।

উক্ত দো'আটি সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় একবার পাঠ করবে। তবে দাগ দেয়া বাক্যটুকুর পরিবর্তে বলবে:

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لله

"আমরা এবং সমগ্র বিশ্বজগত আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত ও আনুগত্যের জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। অনুরূপভাবে "আল্ ইয়াওমে" শব্দের পরিবর্তে "আল্ লাইলাতি" (রজনী) শব্দ বলবে, "হা'যা" শব্দের পরিবর্তে "হা'যিহি" এবং "বা'দাহু" শব্দের পরিবর্তে "বা'দাহা" "বলবে"।

(মুসলিম, হাদীস ২৭২৩ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৭১/৫০৮৪ তিরমিযী, হাদীস ৩৩৯০)

[٥] أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً مُّسْلِماً، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"আমরা সহজাত ধর্ম ইসলাম, একত্ববাদের বাণী, নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) আনীত দ্বীন এবং আমাদের মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম عليه السلام এর দ্বীনের উপর অটল থাকাবস্থায় প্রভাতে উপনীত হয়েছি। তিনি ছিলেন সত্যপন্থী মোসলমান। তিনি কখনো মুশরিক ছিলেন না।

(আহ্মাদ, হাদীস ১৪৯৩৮/১৫৪৩৪ ত্বাবারানী/দু'আ, হাদীস ২৯৪ দারিমী, হাদীস ২৫৮৮)

উক্ত দো'আটি সকাল বেলায় একবার পাঠ করবে।

[٦] اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ

"হে আল্লাহ্! আপনারই অনুগ্রহে আমরা প্রভাতে উপনীত হয়েছি এবং আপনারই অনুগ্রহে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হবো। আপনারই মর্জিতে আমরা বেঁচে আছি এবং আপনারই ইচ্ছায় আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। অবশেষে আপনারই নিকট আমাদেরকে সমবেত হতে হবে"।

(আল-আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ১২৩৪ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৬৮ তিরমিযী, হাদীস ৩৩৯১ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৬৮)

উক্ত দো'আটি সকাল বেলায় একবার পাঠ করবে।

[٧] اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَبِكَ نَحْيَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

"হে আল্লাহ্! আপনারই অনুগ্রহে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং

আপনারই অনুগ্রহে আমরা প্রভাতে উপনীত হবো। আপনারই ইচ্ছায় আমাদের মৃত্যু হবে এবং আপনারই মর্জিতে আমরা বেঁচে থাকবো। পরিশেষে আপনারই নিকট আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে"।

(আল-আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ১১৯৯/১২৩৪ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৬৮)

উক্ত দো'আটি সন্ধ্যা বেলায় একবার পাঠ করবে।

[৮] اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اللَّهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট ইহপরকালে সুস্থতা এবং আপদশূন্যতা কামনা করছি। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন ও সম্পদের নিরাপত্তা, উৎকর্ষ ও ত্রুটিশূন্যতা কামনা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি লুকিয়ে রাখুন এবং আমার ভয়-ভীতি ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করুন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ডান, বাম, উপর, নীচ ও সম্মুখ তথা সর্বদিক থেকে বিপদমুক্ত করুন। হে আল্লাহ্! আপনার মহত্বের ওয়াসীলায় আমি আপনার নিকট ভূমি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু থেকে আশ্রয় চাচ্ছি"।

(বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ১২০০ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৭৪ নাসায়ী, হাদীস ৫৫৪৪, ৫৫৪৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৭১ ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ১৩২৯৬)

উক্ত দো'আটি সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় একবার পাঠ করবে।

[৯] اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমার প্রভু। আপনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দাহ্। আমি আপনাকে দেয়া ওয়াদা ও অঙ্গীকার সাধ্যমত রক্ষা করে যাচ্ছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার দেয়া

নিয়ামতের স্বীকৃতি ও কৃত অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত পাপ মোচনকারী আর কেউ নেই"।

(বুখারী, হাদীস ৬৩০৬, ৬৩২৩ আহমাদ, হাদীস ১২৪, ১২৫ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৭০ তিরমিযী, হাদীস ৩৩৯৩ নাসায়ী, হাদীস ৫৫৩৭ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৭২ ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ৭১৭২-৭১৭৪ বায্যার, হাদীস ৩৪৮৮ ইব্নু 'হিব্বান/মাওয়ারিদ, হাদীস ২৩৫৩)

উক্ত সায়্যিদুল-ইস্তিগ্ফারটি সকাল বেলায় পরিপূর্ণ একীন তথা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে একবার পাঠ করে সন্ধ্যার পূর্বে মারা গেলে সে জান্নাতী হবে। তেমনিভাবে পরিপূর্ণ একীন তথা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সন্ধ্যা বেলায় একবার পাঠ করে সকালর পূর্বে মারা গেলে সেও জান্নাতী হবে।

[১০] اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِيْ سُوْءاً أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

"হে আল্লাহ্! আপনি দৃশ্যাদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুর প্রভু ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। হে প্রভু! আমি আপনার নিকট নিজ প্রবৃত্তির অনিষ্ট এবং শয়তানের শির্ক, কুটষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আরো আশ্রয় চাচ্ছি নিজের বা কোন মুসলমানের অনিষ্ট সাধন থেকে"।

(আল-আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ১২০২, ১২০৩/১২৩৯ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৬৭ তিরমিযী, হাদীস ৩৫২৯ নাসায়ী, হাদীস ৭৬৯১, ৭৬৯৯, ৭৭১৫)

উক্ত দো'আটি সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় একবার পাঠ করবে।

[১১] لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি একক; তাঁর কোন শরীক নেই। বিশ্বজগতের কর্তৃত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"।

(বুখারী, হাদীস ৩২৯৩, ৬৪০৩, ৬৪০৪ মুসলিম, হাদীস ৬৭৮৩, ৬৭৮৫ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪১৫, ৫০৭৭ তিরমিযী, হাদীস ৩৪৬৮ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৭৯৮, ৩৮৬৭)

উক্ত দো'আটি সকাল বেলায় একবার, দশবার কিংবা একশতবার পাঠ করলে ইসমা'ঈল عليه السلام এর বংশের একটি গোলাম স্বাধীন করার সাওয়াব

পাওয়া যাবে। এমনকি তার জন্য দশটি সাওয়াব লেখা হবে ও দশটি গুনাহ্ তার জন্য ক্ষমা করা হবে এবং দশটি মর্যাদা তার বাড়িয়ে দেয়া হবে। এমনকি সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবে। আর তা সন্ধ্যা বেলায় পড়লে সকাল পর্যন্ত তাই হবে।

[১২] سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

"আমি আল্লাহ্ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি"।

(বুখারী, হাদীস ৬৪০৫ মুসলিম, হাদীস ২৬৯১, ২৬৯২ তিরমিযী, হাদীস ৩৪৬৬)

উক্ত দো'আটি সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় একশতবার পাঠ করলে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট আমল নিয়ে কিয়ামতের দিন আর কেউ হাযির হতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি তার মতো পড়েছে কিংবা আরো বেশি পড়েছে। উপরন্তু তা দৈনিক একশতবার পাঠ করলে তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হোক না কেন।

[১৩] يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

"হে চিরঞ্জীব! হে চিরসংরক্ষক! আপনার রহমতের ওয়াসীলায় আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমার সর্বসকলাবস্থা আপনি সুন্দর ও সুবিন্যস্ত করে দিন এবং আমার নিজের ভার আমার উপর ক্ষণকালের জন্যও ছেড়ে দিবেন না"।

(নাসায়ী, হাদীস ১০৪০৫ 'হাকিম, হাদীস ২০০০ বায্যার/কাশ্ফুল-আস্তার, হাদীস ৩১০৭ বায়হাক্বী/শু'আবুল-ঈমান, হাদীস ৭৬১)

উক্ত দো'আটি সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় একবার পাঠ করবে।

[১৪] سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

"আমি আল্লাহ্ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর সৃষ্টির সমপরিসংখ্যান, তাঁর সন্তুষ্টি মাফিক, তাঁর আর্শের সমমাপ এবং তাঁর বাণীসমূহের কালি সমান"।

(মুসলিম, হাদীস ২৭২৬, ৬৮৫১ আবু দাউদ, হাদীস ১৫০৩ তিরমিযী, হাদীস ৩৫৫৫ নাসায়ী, হাদীস ১৩৫১ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮০৮ ত্বাবারানী/দু'আ, হাদীস ১৭৪১, ১৭৪২)

উক্ত দো'আটি সকাল বেলায় তিনবার পাঠ করবে।

[১৫] اللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করুন। হে আল্লাহ্! আপনি আমার কানের সুস্থতা দান করুন। হে আল্লাহ্! আপনি আমার চোখের সুস্থতা দান করুন। আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই"।

(আবু দাউদ, হাদীস ৫০৯০ বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ৭১০ ইব্নু 'হিব্বান/ইহ্সান, হাদীস ৯৭০)

উক্ত দো'আটি সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় তিনবার পাঠ করবে।

[১৬] اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট কুফরী ও দরিদ্রতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আরো আশ্রয় চাচ্ছি আপনার নিকট কবরের আযাব থেকে। আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই"। (আবু দাউদ, হাদীস ৫০৯০)

উক্ত দো'আটি সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় একবার পাঠ করবে।

[১৭] اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

"হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট লাভজনক জ্ঞান, পবিত্র (হালাল) রিযিক ও গ্রহণযোগ্য আমল কামনা করি"।

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৯২৫ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ৯৩১৪ ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ৬৮৫-৬৮৮ ত্বায়ালিসী, হাদীস ১৬০৫)

উক্ত দো'আটি সকাল বেলায় একবার পাঠ করবে।

[১৮] أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

"আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করছি"।

(আহ্মাদ ৪/২৬০ মুসলিম, হাদীস ২৭০২)

উক্ত দো'আটি সকাল কিংবা সন্ধ্যা বেলায় একশতবার পাঠ করবে।

الأَذْكَارُ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ

প্রত্যেক ফরয সালাতের পর যা পড়তে হয়:

১. তিনবার "আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ্" (আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) বলবে।

(মুসলিম, হাদীস ৫৯১ আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৩ তিরমিযী, হাদীস ৩০০ নাসায়ী, হাদীস ১৩৩৬ দারিমী, হাদীস ১৩৪৮ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৯২৮ ইব্‌নু খুযাইমাহ্, হাদীস ৭৩৭, ৭৩৮ ত্বাবারানী/দু'আ, হাদীস ৬৪৯)

২. নিম্নোক্ত দো'আগুলো পাঠ করবে:

[١] اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"হে আল্লাহ্! আপনিই নিরাপত্তাদাতা এবং আপনার পক্ষ থেকেই সকল নিরাপত্তা। আপনিই বরকতময় হে মহিমান্বিত অতিশয় মহান"।

(মুসলিম, হাদীস ৫৯২)

উক্ত দো'আটি প্রত্যেক সালাতের পর একবার পাঠ করবে।

[٢] لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি একক; তাঁর কোন শরীক নেই। বিশ্বজগতের কর্তৃত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"।

(বুখারী, হাদীস ৮৪৪ মুসলিম, হাদীস ৫৯৩ আবু দাউদ, হাদীস ১৫০৫ নাসায়ী, হাদীস ১৩৪০, ১৩৪১, ১৩৪২ দারিমী, হাদীস ১৩৪৯ ইব্‌নু খুযাইমাহ্, হাদীস ৭৪২)

উক্ত দো'আটি প্রত্যেক সালাতের পর একবার পাঠ করবে।

[٣] اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"হে আল্লাহ্! আপনি কাউকে কিছু দিতে চাইলে তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই। আপনি কাউকে বঞ্চিত করতে চাইলে তাকে দেয়ার কেউ নেই। উপরন্তু কারোর সম্পদ বা পদসম্মান আপনার নিকট কোন ফায়েদা দিবে না

বা আপনার পাকড়াও থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারবে না"।

(বুখারী, হাদীস ৮৪৪ মুসলিম, হাদীস ৫৯৩)

উক্ত দো'আটি প্রত্যেক সালাতের পর একবার পাঠ করবে।

[٤] لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

"একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক্ব ছাড়া কেউ কোন গুনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে না এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক্ব ছাড়া কেউ কোন নেক আমল করতে পারে না"। (মুসলিম, হাদীস ৫৯৪)

উক্ত দো'আটি প্রত্যেক সালাতের পর একবার পাঠ করবে।

[٥] لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُـدُ إِلَّا إِيَّـاهُ، لَـهُ النِّعْمَـةُ وَلَـهُ الْفَـضْلُ وَلَـهُ الثَّنَـاءُ الْـحَسَنُ.

"আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করছি। সকল নিয়ামত তাঁরই এবং সকল শ্রেষ্ঠত্বও তাঁরই। তাঁরই জন্য সকল উত্তম প্রশংসা"। (মুসলিম, হাদীস ৫৯৪)

উক্ত দো'আটি প্রত্যেক সলাতের পর একবার পাঠ করবে।

[٦] لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

"আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্য করি। যদিও কাফিরদের তা অপছন্দ লাগে"।

(মুসলিম, হাদীস ৫৯৪ আবু দাউদ, হাদীস ১৫০৬ নাসায়ী, হাদীস ১৩৩৯)

উক্ত দো'আটি প্রত্যেক সলাতের পর একবার পাঠ করবে।

৭. "সুব্হানাল্লাহ্" (আমি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি) তেত্রিশবার, "আল্হাম্দু লিল্লাহ্" (সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য) তেত্রিশবার ও "আল্লাহু আক্বার" (আল্লাহ্ মহান) তেত্রিশবার বলবে এবং নিম্নোক্ত দো'আটি একবার বলবে:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْـحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيْـرٌ

"আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি একক;

তাঁর কোন শরীক নেই। বিশ্বজগতের কর্তৃত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"। (মুসলিম, হাদীস ৫৯৭)

উক্ত যিকির করলে যিকিরকারীর সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হোক না কেন।

অথবা, তেত্রিশবার "সুব্হানাল্লাহ্", তেত্রিশবার "আল্হাম্দু লিল্লাহ্" ও চৌত্রিশবার "আল্লাহু আক্বার" বলবে। (মুসলিম, হাদীস ৫৯৬)

অথবা, দশবার "সুব্হানাল্লাহ্", দশবার "আল্হাম্দু লিল্লাহ্" ও দশবার "আল্লাহু আক্বার" বলবে। (তিরমিযী, হাদীস ৩৪১০ নাসায়ী, হাদীস ১৩৪৮)

উক্ত আমলে জান্নাতের আশা করা যায়। সর্বমোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে উক্ত যিকিরের সংখ্যা ১৫০ হলেও তা নেকের পাল্লায় ১৫০০ সংখ্যায় সংরক্ষিত হবে।

অথবা, পঁচিশবার "সুব্হানাল্লাহ্", পঁচিশবার "আল্হাম্দু লিল্লাহ্", পঁচিশবার "আল্লাহু আক্বার" ও পঁচিশবার "লা'ইলা'হা ইল্লাল্লা'হ্" বলবে।
(তিরমিযী, হাদীস ৩৪১৩ নাসায়ী, হাদীস ১৩৫১)

উক্ত যিকিরগুলো গণনা করার সময় নিজ হাতের আঙ্গুলের গিরাগুলো ব্যবহার করবে। প্রচলিত তাসবীহের দানা নয়। যা রাসূল (ﷺ) এর নিজস্ব আমল ছিলো। (তিরমিযী, হাদীস ৩৪১১ নাসায়ী, হাদীস ১৩৫৫)

ইয়াসীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) একদা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُوْلاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ، وَلاَ تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ

"তোমরা তাস্বীহ্, তাহ্লীল ও আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা বর্ণনা করো এবং তা করতে গিয়ে নিজের আঙ্গুলের গিরাগুলো ব্যবহার করো। কারণ, সেগুলোকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে এবং সেগুলো থেকে কথা বের করে সংখ্যার হিসেব নেয়া হবে। তোমরা কখনো গাফিল হয়ে যেও না তা হলে মূলতঃ আল্লাহ্'র রহ্মতকেই ভুলে যাওয়া হবে।
(আবু দাউদ, হাদীস ১৫০১ তিরমিযী, হাদীস ৩৫৮৩)

[৮] اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে আপনার যিকির, শুকর (কৃতজ্ঞতা) ও

উত্তম ইবাদাত করতে সাহায্য করুন"। (আবু দাউদ, হাদীস ১৩৬২)

উক্ত দো'আটি প্রত্যেক সলাতের পর একবার পাঠ করবে।

[১১] ﴿اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ج اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج ه لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ إِلَّا بِمَا شَاءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ج وَلَا يَؤُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (٢٥٥)﴾

"তিনি আল্লাহ্; তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব চিরসংরক্ষক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা কোনটাই স্পর্শ করতে পারেনা। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে বিরাজমান সব কিছুই তাঁর। কে আছে এমন! যে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে তাঁর কাছে? তাদের সাক্ষাতের ও পশ্চাতের সব কিছুই তিনি জানেন। তাঁর ইচ্ছে ব্যতিরেকে তাঁর জ্ঞানের বিন্দু মাত্র ও তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কুরসী নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত। এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য কোন ক্লান্তিকর নয়। তিনি সমুন্নত সুমহান"।

উক্ত আয়াতটি প্রত্যেক সালাতের পর একবার পাঠ করবে। উক্ত আয়াত পাঠ করলে মৃত্যু ছাড়া জান্নাতে যাওয়ায় আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। (বাক্বারাহ্ : ২৫৫) (নাসায়ী, হাদীস ৯৯২৮ ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ৭৫৩২)

[১২] ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ج (١) اَللّٰهُ الصَّمَدُ ج (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ لا (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ع (٤)﴾

"বলুন: তিনিই আল্লাহ্ ; তিনি একক অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনি ও কারোর সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্যও কেউই নেই"।

(আবু দাউদ, হাদীস ১৫২৩ তিরমিযী, হাদীস ২৯০৩ নাসায়ী, হাদীস ১৩৩৫)

উক্ত সূরাটি প্রত্যেক সালাতের পর একবার এবং ফজর ও মাগ্‌রিব সালাতের পর তিনবার পাঠ করবে।

[১৩] ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ١(١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ١(٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ١(٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثٰتِ فِي الْعُقَدِ ١(٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ع(٥)﴾

"বলুন: আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রভাতের প্রভুর নিকট। তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির অনিষ্টতা হতে। গ্রন্থিতে ফুৎকারকারীনির অনিষ্ট হতে। হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট হতে"।

(আবু দাউদ, হাদীস ১৫২৩ তিরমিযী, হাদীস ২৯০৩ নাসায়ী, হাদীস ১৩৩৫)

উক্ত সূরাটি প্রত্যেক সালাতের পর একবার এবং ফজর ও মাগ্‌রিব সালাতের পর তিনবার পাঠ করবে।

[১৪] ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١(١) مَلِكِ النَّاسِ ١(٢) إِلٰهِ النَّاسِ ١(٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ١ه الْخَنَّاسِ ١(٤) الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ١(٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ع(٦)﴾

"বলুন: আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানব প্রতিপালকের নিকট। মানবাধিপতি ও মানবোপাস্যের নিকট। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জ্বিন হোক বা মানুষ"।

(আবু দাউদ, হাদীস ১৫২৩ তিরমিযী, হাদীস ২৯০৩ ইব্‌নু খুযাইমাহ্, হাদীস ৭৫৫)

উক্ত সূরাটি প্রত্যেক সালাতের পর একবার এবং ফজর ও মাগ্‌রিব সালাতের পর তিনবার পাঠ করবে।

[১৫] لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি একক; তাঁর কোন শরীক নেই। বিশ্বজগতের কর্তৃত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দেন। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"।

(সা'হীহুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব, হাদীস ৪৭৭)

উক্ত দো'আটি ফজর ও মাগ্‌রিব সালাতের পর দশবার পাঠ করলে পাঠকের জন্য প্রত্যেক যিকিরের বিপরীতে দশটি নেকি লেখা হবে। তার দশটি গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। তার দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে।

এমনকি সে সকল বিপদাপদ ও শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবে। উপরন্তু শির্ক ছাড়া কোন গুনাহ্ই তার ক্ষতি করতে পারবে না। আর সেই হবে সে দিনকার সর্বোৎকৃষ্ট আমলকারী। তবে যে ব্যক্তি এর চেয়েও আরো উৎকৃষ্ট কাজ করেছে তার ব্যাপার অবশ্যই ভিন্ন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য বই

১. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
২. বড় শির্ক ও ছোট শির্ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্
৪. ব্যভিচার ও সমকাম
৫. নবী (ﷺ) যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন
৬. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শনসমূহ
৭. সকাল-সন্ধ্যার যিকির ও প্রত্যেক ফরজ নামায শেষে যা বলতে হয়
৮. গুনাহ্'র অপকারিতা ও চিকিৎসা
৯. ইস্তিগ্ফার
১০. সাদাকা-খায়রাত
১১. ধুমপান ও মদপান
১২. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
১৩. নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড
১৪. সলাত ত্যাগ ও জামাতে সলাত আদায়ের বিধান এবং সলাত আদায়কারীদের প্রচলিত কিছু ভুল-ভ্রান্তি
১৫. জামাতে সালাত আদায় করা
১৬. ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়
১৭. ভালো সাথী বনাম খারাপ সাথী
১৮. একজন ইসলাম গ্রহণেচ্ছুর করণীয়

সুখবর সুখবর সুখবর সুখবর

প্রিয় পাঠক! ইতিমধ্যে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এ জাতীয় বিশুদ্ধ বই-পুস্তকগুলো ফ্রি বিতরণের জন্য "দারুল-'ইরফান" নামক একটি স্বনামধন্য প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা গত দু'বছর থেকে হাটি হাটি পা পা করে সামনে এগুচ্ছে। যে কোন দ্বীনি ভাই এ খাঁটি আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এমনকি নিজ মাতা-পিতার পরকালের মুক্তির আশায় এ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সাদাকা-খায়রাত করে একে আরো শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী করার কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করছি। জ্ঞানের প্রচার এমন একটি বিষয় যার সাওয়াব মৃত্যুর পরও পাওয়া যায়। এমনকি তা সাদাকায়ে জারিয়ারও অন্তর্গত। যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা আপনার দ্রুত যোগাযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। আশা করছি, এ ব্যাপারে আমরা এতটুকুও নিরাশ হবোনা ইন্শাআল্লাহ্।